রবীন্দ্রনাথের

অতিথি

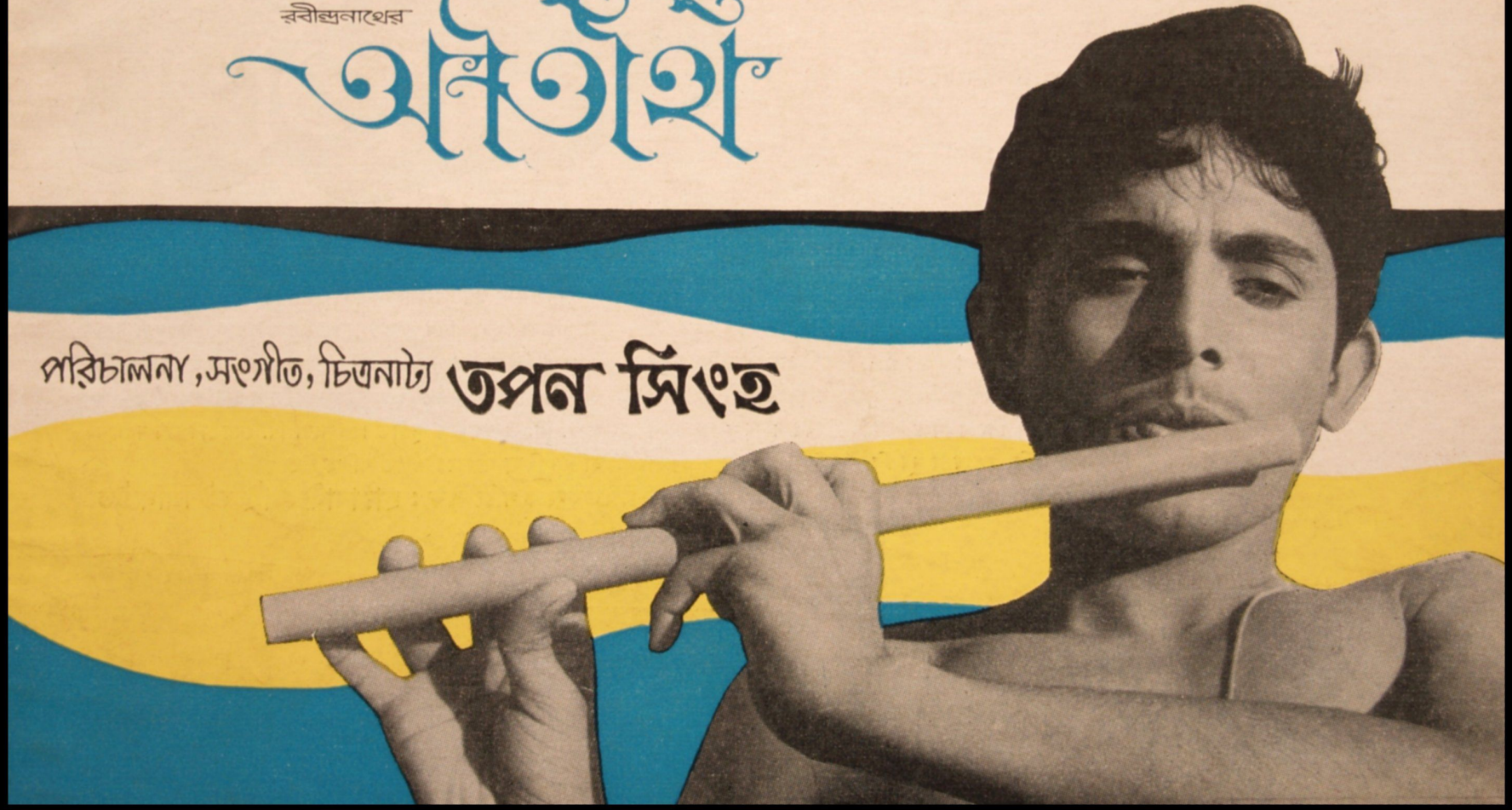

পরিচালনা, সংগীত, চিত্রনাট্য **তপন সিংহ**

নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাঃ লিমিটেডের
নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের

অতিথি

চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা :

তপন সিংহ

চরিত্র চিত্রণে : পার্থ সারথি মুখার্জি, সলিল দত্ত, সৌমেন মুখার্জি বঙ্কিম ঘোষ, অজিতেশ ব্যানার্জি, বিনয় লাহিড়ী, রসরাজ চক্রবর্তী, আর. কে. সেন, সাধন সেনগুপ্ত, সতু মজুমদার তপন ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য ব্যানার্জি, সূর্য চ্যাটার্জি, মনোজিৎ লাহিড়ী, সুরেন সাউ, বাসবী ব্যানার্জি মিতা মুখার্জি, স্মিতা সিংহ, নমিতা বিশ্বাস, কৃষ্ণা বোস দীপালী মুখার্জি, শাশ্বতী মুখার্জি, শুক্তিধারা দেবী, অঞ্জনা ঘোষাল, গীতা গুপ্ত, শিবানী চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পার্বতী শঙ্কর ব্যানার্জি (লাভপুর) কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ (মহিষাদল), ভূপেন্দ্রনাথ বল্লভ (ধান্যকুড়িয়া) সুচিত্রা মিত্র, বিশ্ব ভারতী, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা টাউন ক্লাব (আহমদপুর) উষানগর ব্যায়াম সমিতি, জোসেফ চালি

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিঃ - এ আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত। আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

কাহিনী

এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কিছুতেই ধরা ছোঁয়া যায় না। যদি বা স্বেচ্ছায় তারা বারেকের জন্যে কাছে আসে, মনে হয় হয়তো বা পালিয়ে বেড়ানো পাখি পোষ মেনেছে। কিন্তু সে যে কতো ভুল তা উপলব্ধি করা যায় মুহূর্তেক পরেই। দেখা যায় বালুচরে বাঁধা আশার বাসা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে!—

নন্দী গাঁয়ের ব্রাহ্মণ কিশোর তারাপদ এই দলেরই। গৌরবর্ণ ছেলেটিকে দেখতে বড়োই সুন্দর; বড়ো বড়ো চোখ দুটিতে শিশুর সরলতা, মুখে হাসির রমনীয় প্রকাশ সব সময়। যে দেখে না ভালোবেসে পারে না। কিন্তু তারাপদ কাউকেই বোধ হয় ভালোবাসতে পারে না। সাময়িক খেয়ালে হয়তো থেমে গেছে তার চলা, কিন্তু পাছে বাঁধা পড়ে সেই ভয়েই তার অন্তর সদা সন্ত্রস্ত। বহু সন্তানের ঘরেও সে অত্যন্ত আদরের ছিলো, কিন্তু বন্ধন—এমন কি স্নেহ-বন্ধনও তার সইলো না। তার জন্ম-নক্ষত্র তাকে গৃহহীন করে দিয়েছে!

বাড়ি পালিয়ে তারাপদ হাজির হয়েছে যাত্রার দলে। সেখানেও একই দশা। দলের সবাই যেই অযাচিত স্নেহে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে, আর থাকেনি সে সেখানকার ত্রিসীমানায়!

জিমন্যাষ্টিকের দলে ভিঁড়েছে পলাতক কিশোর—সেখানেও থাকতে দেয়নি তার যাযাবরী মনোবৃত্তি। মনের মাঝে যে চির-পলাতকের বাস—সেই তাকে সংসারে উদাসীন করে টেনে নেয় বাইরের জগতে!

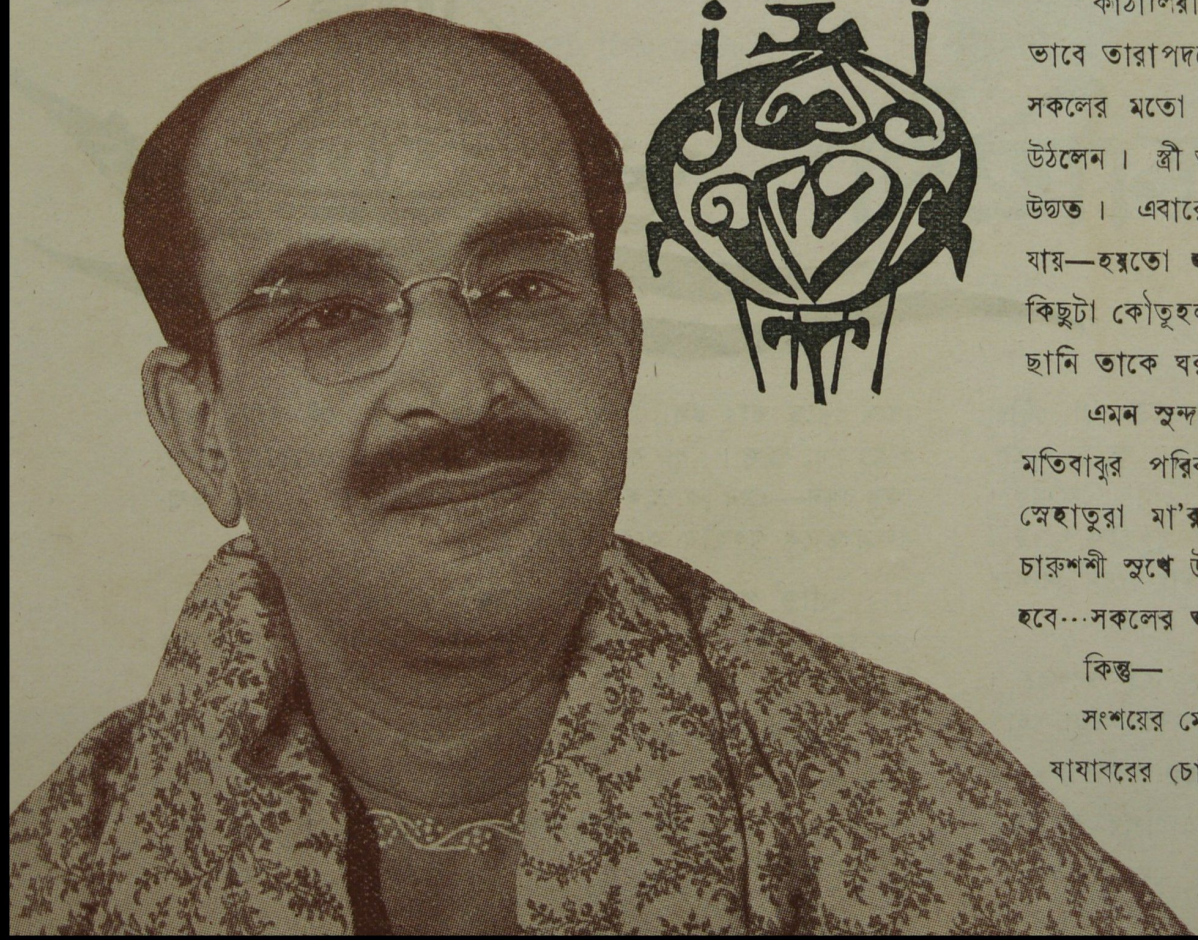

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু সেবার অভাবিত ভাবে তারাপদকে পথের মাঝে খুঁজে পেলেন। আর আর সকলের মতো তিনিও দেখা মাত্রই স্নেহে উছ্বসিত হয়ে উঠলেন। স্ত্রী অন্নপূর্ণা তো মায়ের মমতায় পলাতককে বাঁধতে উদ্যত। এবারে তারাপদর মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়—হয়তো জমিদার কন্যা চারুশশীর ঈর্ষাকাতরতা তাকে কিছুটা কৌতূহলী করেছে এবং সেই কারণেই পথের হাত-ছানি তাকে ঘরছাড়া করতে পারেনা।

এমন সুন্দর একটি শিকলকাটা পাখিকে করায়ত্ত করে মতিবাবুর পরিবারে কতো না জল্পনা কল্পনা—তারাপদর স্নেহাতুরা মা'র মনেও সাতরঙা আশার বিদ্যুতবিকাশ—চারুশশী সুখে উৎফুল্ল···তবে বুঝি পলাতক চিরতরে বন্দী হবে···সকলের অন্তরের বাসনা সার্থকতার রূপ নেবে···

কিন্তু—

সংশয়ের মেঘ ঘনঘটা হয়ে আসে সম্ভাবনার আকাশে! যাযাবরের চোখে কে মায়া-কাজল বুলায়—পথ না ঘর?

সংগীত

(১)

চিরদিনের বন্দিনী আমি
বন্দী সবাকার—
নতুন ক'রে বন্দী হবো কি আর।
তোর মনের আগুন ঘুচলো যে দিন
সাঙ্গ হলো সব তো সেদিন
মুক্তি আমার নেই তো তবু
অন্ধ কারাগার।

(২)

রামায়ণ গান

রথরথী সুখসাজে নানারঙ্গে বাদ্যবাজে
মুনি সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি করে সবে কোলাকুলি
সর্বলোক কি দুঃখী কি ধনী॥
শিশু নারী জয়ান্বিত পুষ্পগন্ধে সুশোভিত
আমোদ প্রমোদ সব ঘরে।
স্বর্গপুরী তুল্য বেশ অযোধ্যার সর্বদেশ
নাচে গায় হরিষ অন্তরে॥
সবে ভাবে রঘুপতি হইবেন মহীপতি
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ।
না হইবে দুঃখ শোক আনন্দিত সর্বলোক
নিস্তার পাইল সর্বদেশ॥
ঘুচিল সকল ভয় নিখিল আনন্দময়
রাম-নামে পাইবে নিষ্কৃতি।
রাম বিষ্ণু অবতার লবেন সবার ভার
বৈকুণ্ঠে করিবে বসতি॥

(৩)

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দু'খানি আঁখির পাতে
কি রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে
ঊষার আভাষ।

হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায়—এ গীত-উচ্ছ্বাস।

(৪)

আনবান জীয়ামে লাগি—
হাঁ পিয়ারী চিত ওর—
জিয়ামে বসি—ক্যায়সে ফ্যাঁসি
আনবান জীয়ামে লাগি।
প্যরণ লাগি ঝুককে পৈয়া
হুয়ে না মেহেরবান সৈয়াঁ
তুম বীন মোহে কলন পড়ে
তুমনারে কারণ জাগি
আনবান জীয়ামে লাগি—।

(৫)

ওহো রামা বিতলয়ে ফাগুনুয়া সে
চয়েত চড়ি গইলে হো রামা
পিয়ারে মাঙ্গে
পিয়া মাঙ্গে পিয়ারী গগনওয়া হো রামা।

আহো রামা ডোলিয়া কাহরোয়া সে
লগনে দোয়ারীয়া হো রামা
গহরে গহ
গহ গহ বাজেরে
বাজানিয়া হো রামা।

(৬)

মাঝে নদী বহে রে...
ওপারে তুমি শ্যাম
এ পারে আমি।

মাঝে নদী বহে রে...
ওপারে তুমি রাধে
এ পারে আমি।

ওপারে তোমার বাঁশীটি বাজে
এপারে আমি মরি যে লাজে,
ওপারে তোমার নূপুর বাজে—
এপারে আমার নাই মন কাজে—
মাঝে নদী নীরবে কাঁদে
কুল কেমনে ভাঙিরে—

ওপারে তুমি শ্যাম
এ পারে আমি

ওপায়ে তুমি রাধে এপারে আমি
মাঝে নদী বহেরে—

কলাকুশলী

চিত্রশিল্পী : দিলীপ রঞ্জন মুখার্জি
শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র
সম্পাদনা : সুবোধ রায়
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
শব্দযন্ত্রী : অতুল চ্যাটার্জি, ইন্দু অধিকারী
পুনঃ শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
কর্মসচিব : রতন চক্রবর্তী
সাজসজ্জা : ডি. আর. মেকাপ, সরযূ প্রসাদ
ব্যবস্থাপনা : শান্তিশেখর চৌধুরী
স্থিরচিত্র : ক্যাপস

পরিচয়-লিপি : নিতাই বসু
প্রচার শিল্পী : রণেন অয়ন দত্ত,
আর্টিষ্টস্ কনসার্ণ
প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : শ্যামল চক্রবর্তী, পলাশ ব্যানার্জি, বিবেক বক্সী • চিত্রশিল্পে : গৌর কর্মকার, শক্তি ব্যানার্জি, ক্ষেত্রলংকা • শিল্পনির্দেশনায় : বুদ্ধদেব ঘোষ সম্পাদনায় : নিমাই রায় • রূপসজ্জায় : সরোজ মুন্সী • শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ ব্যবস্থাপনায় : গৌর দাস, সতীশ দাস, বনমালী পাণ্ডে • পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চক্রবর্তী, রবি মুখার্জি, কানাই ব্যানার্জি সঙ্গীতে : অলোক দে • শব্দ পুনঃ যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি

রমেন চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কলি: ১৩